তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৯৭

**প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার ঘূর্ণিঝড় সফলভাবে মোকাবিলা করেছে**

**--ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার ঘূর্ণিঝড়কে সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। তিনি বলেন, এই প্রথম কোনো ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা করা হলো যেখানে কোনো মৃত্যু হয়নি। প্রধানমন্ত্রী সব সময় আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন একজনও যেন আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে না থাকে, একজনও যেন ঝুঁকির মধ্যে না থাকে। ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাতে কক্সবাজারের টেকনাফ এবং সেন্টমার্টিনে ১২ হাজার ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে মৃত্যুর কোনো ঘটনা ঘটেনি।

আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা জানান।

এনামুর রহমান বলেন, ঝড়ে অনেক গাছপালা পড়ে গেছে। কক্সবাজারের টেকনাফ ও সেন্টমার্টিনে ২ হাজারের মতো ঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে এবং ১০ হাজারের মতো আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেন্টমার্টিনে ১২শ’ বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, গাছচাপা পড়ে কয়েকজন মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, তাদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আর ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শতভাগ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। যার জন্য হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

যাদের ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য টিন ও নগদ টাকা পাঠানোর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মাঠপর্যায় থেকে তালিকা চাওয়া হয়েছে। তালিকা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর চাহিদা অনুযায়ী সেই সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া জেলাগুলোতেও মানবিক সহযোগিতা মজুত থাকে। একান্ত জরুরি যেগুলো সেগুলো তারা সরবরাহ করে। তাদের কাছে ২শ’ বান্ডিল টিন থাকে, ১০ লাখ টাকা থাকে, ২শ’ মেট্রিক টন চাল থাকে, ২ হাজার প্যাকেট খাবার থাকে। এখান থেকে তারা জরুরি প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারবে বলে তিনি জানান।

#

সেলিম/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৯৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৯৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ২৯ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৪৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৯৪০ জন।

                                                      #

রাশেদা/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৯৫

**চার দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় রাষ্ট্রপতি**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

আজ ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারযোগে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন পাবনায় পৌঁছান। রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার পর আজই প্রথম নিজ জেলা পাবনায় গেলেন রাষ্ট্রপতি। পাবনা জেলা সার্কিট হাউজে রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অভ্ অনার প্রদান করা হয়।

পাবনা জেলা স্টেডিয়ামে পৌঁছালে ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, পাবনা নাগরিক সমাজের আহ্বায়ক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু, স্থানীয় সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স, আহমেদ ফিরোজ কবির, নাদিরা ইয়াসমিন জলি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ পদস্থ কর্মকর্তাগণ পাবনার কৃতী সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে স্বাগত জানান। রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী ড. রেবেকা সুলতানা ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন।

পরে পাবনা জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান এ নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি। পরে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু চত্বরের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন। এ সময় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি আরিফপুরে পাবনা সদর কবরস্থানে তাঁর মা-বাবার কবর জিয়ারত করেন। এ সময় রাষ্ট্রপতির মা-বাবাসহ সকল কবরবাসীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এর পরে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন স্কয়ার বাগানবাড়ির পারিবারিক সমাধিস্থলে স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা স্যামসন এইচ চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিণীর সমাধিতে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দেন এবং তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

#

ইমরানুল/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৯৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৯৪

**স্বাস্থ্যখাতে ৩ বছরে ৭০ হাজার জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে**

**--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশের প্রায় ৫০০টি উপজেলায় ২৫ বেড থেকে বর্তমানে ৫০ বেডের আধুনিক হাসপাতাল করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা হাসপাতালকে ২৫০ বেডে উন্নীত করা হয়েছে। ২২টি ৫০০ বেডের আধুনিক মানের চিকিৎসা ইনস্টিটিউট, ১০০০ বেডের ৩৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ৫টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে।

আজ জাপানের নাগাসাকি ইউনিভার্সিটি স্কুল অভ্ মেডিসিন মেমোরিয়াল হলে, জাপানের নাগাসাকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ÒInternational Symposium, Advancing the global health agenda from Nagasaki to the worldÓ শীর্ষক আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্মেলনে অংশ নিয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আজিজুর রহমান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য প্রতিনিধিগণ স্বাস্থ্যসেবায় তাঁদের নিজ দেশ ও সংস্থার কার্যক্রম তুলে ধরেন। সম্মেলনে বাংলাদেশসহ কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, জাপানসহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

জাহিদ মালেক বলেন, গত ৩ বছরে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি করতে নতুন করে প্রায় ৭০ হাজার জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২০ হাজার চিকিৎসক, ৩০ হাজার নার্স এবং ২০ হাজার অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৪ হাজার ২৮০টি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিনামূল্যে ৩২ রকমের ওষুধ দেয়া হয়। এই ক্লিনিকগুলোতে প্রায় ৫০ হাজার লোকবল স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। এর সাথে ৪ হাজার ৬৫০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের বিনামূল্যে ওষুধ, পরামর্শ ও ডেলিভারি চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহিত নারী গড়ে ৬ দশমিক ৯ জন সন্তান জন্ম দিতেন। বর্তমানে প্রতিটি নারী গড়ে ২ জন সন্তান জন্ম দিচ্ছেন। এতে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে। বাংলাদেশ শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করায় জাতিসংঘের কাছ থেকে ২০১০ সালে এমডিজি পুরস্কার লাভ করে।

মন্ত্রী বলেন, দেশে বর্তমানে ৩ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ওষুধ উৎপাদন হচ্ছে। এসব ওষুধ দেশের ৯৭ ভাগ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। তিনি বলেন, করোনাকালে স্বল্প সময়ে অধিক জনবল কাজে লাগিয়ে দেশের লক্ষ্যমাত্রার ৯০ শতাংশ মানুষকে টিকা দেয়া হয়েছে। এই টিকার প্রায় ৩৭ কোটি ডোজ বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে। করোনায় দেশের হাসপাতালগুলোতে ৫৭৮টি আইসিইউ বেড থেকে বর্তমানে ২০০০টি আইসিইউ বেডে উন্নীত করা হয়েছে। ১২০টি সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন করা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে জাপানসহ, বিশ্ব ব্যাংক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরো জোড়ালো ভূমিকা রাখবে বলে সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

মাইদুল/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৯৩

**সুদান ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসনে**

**সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

সাম্প্রতিক সময়ে সুদানে গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার সুদান থেকে অদ্যাবধি সাত শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি নিরাপদে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যাগত বাংলাদেশি কর্মীদের আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গতকাল এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন উপস্থিত ছিলেন।

যে সকল কর্মী দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আগ্রহী তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে বিনা জামানতে ৩ লাখ টাকাসহ-জামানতে ৫ লাখ টাকা এবং জামানতসহ ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ ঋণ প্রদান করা হবে।

সুদান ফেরত যেসব কর্মী পুনরায় বিদেশ যেতে চান, প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসাপেক্ষে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের পছন্দের দেশে গমনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বিশেষ করে সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসেল জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অন্য যেসব দেশে কর্মী পাঠায় সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের নেয়া হবে। আগ্রহী কর্মীদের বিনামূল্যে দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিং প্রদান করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যাগত কর্মীদের সাথে যোগাযোগপূর্বক আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে একটি তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মসংস্থান এবং জনশক্তি অফিসের (DEMO) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রত্যাগত কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এ ব্যাপারে সুদান প্রত্যাগত সকলকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রী।

উল্লেখ্য, বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রত্যাগত কর্মীদের সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে (DEMO) যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। (DEMO)-এর ঠিকানা www.bmet.gov.bd -তে পাওয়া যাবে।

বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ খায়রুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালক মোঃ শহিদুল আলম এনডিসি, বোয়েসেল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভূঞা, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৯২

**উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীমের মায়ের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত**

শরীয়তপুর ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীমের রত্নগর্ভা মা মরহুমা বেগম আশ্রাফুন্নেছার ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ বাদ জোহর মরহুমার নিজ বাড়ি সখিপুরের চরভাগা পাইক বাড়ি জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মরহুমার স্বামী বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী আবুল হাসেম মিয়া, বড় ছেলে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম মেজো ছেলে মেজর জেনারেল আমিনুল হক স্বপন, ছোটো ছেলে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আশ্রাফুল হক সিয়াম, জামাতা এহসানুল হক রিজন।

এছাড়া আরো অংশগ্রহণ করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে, সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান সিকদার, ওহাব বেপারী, ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির মোল্যা, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান এমএ কাইউম পাইক, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য জহির সিকদার, শরীয়তপুর পৌরসভার মেয়র অ্যাড. পারভেজ রহমান জন, ভেদরগঞ্জের ইউএনও আব্দুল্লাহ আল মামুন, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন, সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান মানিক সরকার, নড়িয়া উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান জাকির বেপারী প্রমুখ।

এ উপলক্ষ্যে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলা ও সখিপুর থানার বিভিন্ন মসজিদে মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

#

গিয়াস/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৭০২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১৭৯১

**সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের** **মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে) :

সংসদ সদস্য ও চিত্রনায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের; কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক; অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল; স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি; পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন; পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক; খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার; বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি; সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী; রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদু্ল্লাহ।

এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার; যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ; সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু; শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন; পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক; জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য; পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক; গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী  ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী; মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা, ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৫৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                           নম্বর : ১৭৯০

**বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতায় জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে ব্রতী বাংলাদেশ**

**-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভাবনী সবুজ প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্রের ক্ষতি, সামুদ্রিক দূষণসহ পরিবেশগত নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করে যাবে বাংলাদেশ।

সুইডেনের স্টকহোমে ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মিনিস্টেরিয়াল ফোরামে স্থানীয় সময় শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ‘সবুজ উদ্যোগ ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিয়ে মন্ত্রী এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এস্তোনিয়া, মালদ্বীপ, ডেনমার্ক, ইউরোপিয়ান কমিশনসহ ই্ইউ ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের কয়েকটি দেশ এতে অংশ নেয়।

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন টেকসই উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত। অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, বন্যা ও খরা, তীব্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মহাসাগরের অম্লায়ন ইত্যাদি, বিশেষত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বাংলাদেশের কার্বন নিঃসরণ বৈশ্বিক অনুপাতে ০.৪৭ শতাংশের কম হলেও আমরা পরিবেশ পরিবর্তনের অসহায় শিকার। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় একটি দেশ হিসেবে জলবায়ু ও দুর্যোগজনিত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে ৭ম স্থানে রয়েছি আমরা।

এ অবস্থা উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা গোলটেবিলে তুলে ধরেন পরিবেশবিদ ড. হাছান। তিনি বলেন, ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ নিজস্ব জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ৪৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নে ৮০০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকার ২০২২-২০৪১ সালব্যাপী মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনার (Mujib Climate Prosperity Plan) মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির সর্বাধিক ব্যবহারে কাজ করছে।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কপ ২৬-এ আমাদের শক্তির ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে অর্জনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আমরা ৬ মিলিয়নেরও বেশি সোলার-হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে ২০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে সৌরবিদ্যুতের আওতায় এনেছি, যা বিশ্বে এ ধরনের কাজের বৃহত্তম নজীর।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উদ্ভাবন ও স্থাপনায় বিশ্বব্যাপী অগ্রগামী ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর সবুজ অংশীদারিত্বে যোগদানের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ অনুকূল সাড়া দিয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশসহ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর কারিগরি, আর্থিক সহায়তা ও বিনিয়োগ প্রত্যাশা করে।

একইসাথে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং ঝুঁকি প্রশমনের মধ্যে ভারসাম্য ও লাভ-ক্ষতি তহবিলের প্রাথমিক কার্যক্রম চালু করার জন্য উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করার ক্ষেত্রে ইইউ ও অন্যান্য ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশ একত্রে কাজ করতে আগ্রহী।

**সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে তথ্যমন্ত্রীর বৈঠকে**

এদিকে ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মন্ত্রী ফোরামে যোগদান শেষে সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টাবিয়াস বিলস্ট্রমের (Tobias Billstrom) সাথে বৈঠক করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান।

গতকাল সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠকে তারা দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় যেমন বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন, অন্যান্য উৎস থেকে সবুজ শক্তি উৎপাদন, উচ্চ প্রযুক্তি শিল্প, জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি হ্রাস এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। সুইডেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেহেদী হাসান গোলটেবিল ও দ্বি-পক্ষীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরা/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/সাঈদা/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১৭৮৯

**চিত্রনায়ক ফারুকের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

বাংলা চলচ্চিত্রে 'মিয়াভাই' নামে খ্যাত চিত্রনায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭৪ বছর বয়সে এই বিশিষ্ট তারকার ইন্তেকালের সংবাদে শোকাহত তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ শোকবার্তায় বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যাদের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, আকবর হোসেন পাঠান ফারুক তাদের অন্যতম। চিত্রনায়ক ফারুক 'জলছবি’, ‘আবার তোরা মানুষ হ’, ‘সুজন সখী’, ‘লাঠিয়াল, সূর্যগ্রহণ’, ‘মাটির মায়া’, ‘নয়নমণি’, ‘সারেং বৌ’, ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’ এমন অসংখ্য সিনেমায় অভিনয় করে মানুষের প্রশংসা অর্জন ও মন জয় করেছেন । ২০১৬ সালে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হন।

১৯৪৮ সালের ১৮ আগস্ট ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী ফারুক ১৯৭১ সালে এইচ আকবর পরিচালিত ‘জলছবি’ চলচ্চিত্রে কবরীর সাথে জুটি বেঁধে সিনেমা জগতে অভিষিক্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ফারজানা ও দুই সন্তান কন্যা ফারিহা তাবাসসুম পাঠান ও পুত্র রওশন হোসেন পাঠান শরৎকে রেখে গেছেন।

#

আকরা/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১৭৮৮

**সংসদ সদস্য ও চিত্রনায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুকের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

সংসদ সদস্য ও চিত্রনায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, চিত্রনায়ক ফারুকের মৃত্যু দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি । মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা চলচ্চিত্র এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শোকবার্তায় মন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১৭৮৭

**দুই হাত হারানো বাহার এখন গর্বিত প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক**

নিয়োগপত্র তুলে দিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে) :

কক্সবাজারের চকরিয়ার লক্কারচরের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাহার উদ্দিন রায়হান ২০০৪ সালের ৩০ অক্টোবর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। বাহার উদ্দিন তখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। সেদিন বাড়ির পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বসানো ট্রান্সফরমারে একটি ছোট্ট পাখি ঢুকে পড়ে। সেই পাখি দেখতে গিয়ে বৈদ্যুতিক তারে হাত দিতেই ঝলসে যায় তার দুই হাত। সেই থেকে তার এক হাত নেই, আরেক হাত আছে কনুই পর্যন্ত। পরে মুখে কলম ধরে কনুইয়ের সাহায্যে পরীক্ষা দিয়ে এসএসসি, এইচএসসি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর পাস করেছেন এই অদম্য তরুণ।

দুই হাত হারানো সেই অদম্য তরুণ বাহার উদ্দিন রায়হানের হাতে আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের সম্মেলন কক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক আইসিটি বিভাগের এনহান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি প্রকল্পের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস (পিএমআইএস) এর ‘প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক’ পদে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকলে কোনো প্রতিকূলতাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাহার উদ্দিন রায়হান আমাদের সামনে উজ্জ্বলতম একটি দৃষ্টান্ত। দুই হাত নেই অথচ মুখে কলম নিয়ে খাতায় লিখে পরীক্ষা দিয়ে স্নাতকোত্তর পাস করেছে, অর্জন করেছে দক্ষতা।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, এই বাংলাদেশ হবে উদ্ভাবনী, বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী ও সংগ্রামী। ইডিজিই প্রকল্প হতে যে ১ লাখ তরুণকে অগ্রসরমান প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, বাহার তাদের জন্য প্রেরণার উৎস।

বাহার কনুইয়ের সাহায্যে কম্পিউটারে টাইপ করতে পারে। বাহার ‍চাকুরি পেয়ে প্রতিক্রিয়ায় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, এখন তাঁর স্বস্তি যে, সে মাকে নিয়ে এক সাথে থাকতে পারবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রনজিৎ কুমার, আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিবমোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, ইডিজিই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/সাঈদা/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৩২০ ঘণ্টা

Handout Number : 1786

**Bangladesh-Vietnam hold Second Political Consultations in Dhaka**

Dhaka, 15 May :

The Second Foreign Office Consultations between Bangladesh and Vietnam was held at the Ministry of Foreign Affairs in Dhaka yesterday. Foreign Secretary Ambassador Masud Bin Momen led the Bangladesh delegation while a 9-member Vietnamese delegation was led by the Deputy Foreign Minister of Vietnam Do Hung Viet.

The entire gamut of the bilateral relations, including cooperation in the areas of trade and commerce, investment, energy, halal trade, tourism and culture, education, health, defence & security, agriculture, fisheries and livestock, ICT and telecommunication, direct air link. Came under discussion. They also exchanged views on issues of mutual interests in the regional & international arena. Both the sides expressed optimism that the FOC, held after a hiatus of almost six years, would contribute significantly to adding further impetus and momentum to the existing bilateral engagements. Both sides expressed satisfaction at the current level of bilateral cooperation and stressed on further deepening the synergies through prudent utilization of the available complementarities.

The FOC agreed to explore possibilities of concluding a bilateral FTA in order to add further substance to the steadily increasing bilateral trade and economic relations between the two regional countries, particularly in context of the LDC graduation of Bangladesh. Highlighting the lucrative incentives and facilities offered by Bangladesh for the Foreign Direct Investment, Foreign Secretary encouraged the Vietnamese business community and entrepreneurs to avail the opportunities, particularly in the Economic Zones of Bangladesh, for mutual benefit.

The two sides stressed the importance of maintaining the momentum through regular exchange of high level visits and agreed to organize the Joint Trade Commission Meeting in Dhaka this year. Bangladesh also proposed formation of the Joint Commission at the Foreign Ministers level for comprehensive cooperation.

Both sides stressed the importance of direct air links for facilitating trade, commerce and investment and for accelerating tourism and people-to-people contacts. Both Dhaka and Hanoi agreed to explore the possibilities for initiating direct flights at the earliest.

Foreign Secretary Masud Bin Momen requested Vietnam to play a more pro-active role bilaterally and within the ASEAN framework for an expeditious repatriation of the Rohingya people from Bangladesh to their homeland in Myanmar. He also sought an expeditious inclusion of Bangladesh as a Sectoral Dialogue Partner of ASEAN.

Both Head of delegations recalled with gratitude the historic event of establishment of Diplomatic ties between two countries in 1973. As this year marks the Golden Jubilee of Diplomatic ties between the two friendly countries, the meeting appreciates the joint celebration of the watershed event with commemorative programmes in Dhaka and Hanoi.

Both sides welcomed regular dialogue and meetings of bilateral mechanisms. The head of delegations hoped that this Second FOC would help inject further vigour and momentum into the existing excellent bilateral relations for making it more collaborative and constructive and fruitful. The next FOC will be held in Vietnam on a mutually convenient date.

#

Mohsin/Parikshit/Siraj/Asma/2023/1500 hours

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১৭৮৫

**দক্ষ ও স্মার্ট নাগরিক তৈরি করবে নতুন শিক্ষাক্রম**

**-শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে):

দক্ষ ও স্মার্ট নাগরিক তৈরি করতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

আজ রাজধানীর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০২৩ -এর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা হলো কেরানি তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থা।’ স্বাধীন দেশের নাগরিকের জন্য সেটি নয়। এধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সৃজনশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশ সীমিত করে। আমরা এখন বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছি।  বঙ্গবন্ধু ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন করেছিলেন।  ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যার হাতে নতুন শিক্ষা নীতি করেছি, সেটি ড. কুদরত-ই-খুদার শিক্ষানীতির অনুসরণ করেই।

দীপু মনি বলেন, ‘শিক্ষাখাতে রূপান্তর আনার জন্য নতুন শিক্ষাক্রম করেছি। সারাবিশ্ব এখন শিক্ষায় রূপান্তর ঘটিয়ে নতুন শিক্ষাক্রম তৈরির চেষ্টা করছে, বাংলাদেশ সেখানে অগ্রগামী অবস্থানে রয়েছে। আমরা ২০২৩ সালে নতুন শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন শুরু করে দিতে পেরেছি। এ বছর মাধ্যমিকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে এবং প্রাথমিকে প্রথম শ্রেণিতে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ আমরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে পুরো শিক্ষাক্রমটি বাস্তবায়ন করবো। নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতার চর্চা করতে শিখবে।  এর মধ্যদিয়ে আমরা দক্ষ ও স্মার্ট নাগরিক তৈরি করতে পারবো।

বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. কামাল হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক শাহেদুল খবির চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০২৩ এ সারাদেশের আটটি বিভাগ এবং ঢাকা মহানগরী থেকে ১৩৫ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীরা আজ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। পাঁচটি ক্যাটেগরিতে প্রত্যেকটিতে তিন জন করে ১৫ জন সেরা মেধাবী নির্বাচিত হবে।

#

খায়ের/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ১৭৮৪

**‍চিত্রনায়ক ফারুকের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে) :

দেশবরেণ্য চিত্রনায়ক ও সংসদ সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন পাঠান ফারুক- এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, চিত্রনায়ক ফারুক ছিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের এক উজ্জ্বল তারকা। তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্র দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। একইসঙ্গে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর মৃত্যু দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সংস্কৃতি অঙ্গনে তাঁর অবদান দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

উল্লেখ্য, চিত্রনায়ক ফারুক আজ সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি.............ইলাইহি রাজিউন)।

#

ফয়সল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রাসেল/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা